একগামিতা বনাম বহুগামিতার আরণ্যক পুরাণ ‘বদলি বসত’

তৌহিদ হোসেন [১৫]

শিকড় -সন্ধান। তথা বিষয় ও আঙ্গিকে লোক-ঐতিহ্যের নবনির্মাণ। আর এসবের মধ্যদিয়ে তরঙ্গক্ষু গ্রামজীবনের বহুস্তরিক মহাকাব্য-রচনা। ‘মহারণ’, ‘সরম আলির ভুবন’, ‘মাঠ জাদু জানে’ - র লেখক সোহারাব হোসেন এভাবেস্প নিজের অনন্য প্রতিষ্ঠা সুনিশ্চিত করে ফেলেছেন উপন্যাসের এক নতুন সংজ্ঞা নির্মিত হয়েছে তাঁর হাতে। কিন্তু পাঠকের কাছে যা নতুন, নিয়ত সৃষ্টিশীল ধীমান লেখকের কাছে তা দ্রুত পুরোনো হয়ে যায়। তাস্প নিশ্চিত সাফল্যের প্রতিশ্রুতিকে পাশ কাঁয়ে গত দু-তিন বছরে তিনি আবার এক নতুন পথের যাত্রী। ‘সহবাস পরবাস’, ‘জন্মজুয়া’ বা ‘রাজার অসুখে’ সেস্প ভিন্ন উড়ানের অভিসন্দর্ভ আমরা পাঠ করেছি। এ ধারারস্প এক নতুন উপহার ‘বদলি বসত’।

সমস্যাি চিরন্তন। একগামিতা বনাম বহুগামিতা। ‘ঘরে তোর বসত করে কয়জোনা মন জানোনা / ঘরে তোর সুজন আছে কয়জোনা’ লোকসঙ্গীতের এস্প ছত্র দুিকে মশালের মতো ব্যবহার করে লেখক সমস্যার গভীর থেকে গভীরতর গুহায় প্রবেশ করেছেন। আর সেস্প সূত্রে পাপড়ি মেলেছে বিভিন্ন রঙের কয়েকি উজল নাগরিক চরিত্র। সুখীশুভ্র দ তি অর্ণব ও স্রোতস্বিনী,স্রোতস্বিনীর বিবাহিতা বান্ধবী সুলেখাকে মাঝখানে রেখে, বিশ্বাস - অবিশ্বাসের দ্বৈরথে নেমেছে। নাম স্রোতস্বিনী, তাস্প গুহায়িত সমস্যাকে প্রবাহিত করা প্রাথমিক দায় তারস্প। তার বিশ্বাস ‘বহুগামিতার পঙ্ক গায়ে না মাখলে মানুষের জীবনে সত্যিকার প্রেমের পদ্ম ফোঁনো’। এস্প বিশ্বাস থেকে এবং স্বামীর বিশ্বাসকে হারিয়ে দিতে ‘সত্যিা মানবেনা কেন? যা সত্যি তার বিরুদ্ধে ও যাবে কেন?’ সে নিজে উপযাচক হয়ে সুলেখাকে অর্নবের কস্তুরীদেহের নাগাল পাস্পয়ে দিয়েছে। কিন্তু কাহিনি যত এগিয়েছে, ক্রমশ প্রক হয়েছে বহুগামিতার পক্ষে ওকালতি-করা স্রোতস্বিনীর আসল রঙ। আর প্রমাণিত হয়েছে, যে - অর্ণব এতদিন ধরে একগামিতার স্বঘোষিত চ্যাম্পিয়ন তার বিশ্বাসের জগৎ কতখানি ঠুনকো। সুলেখার প্যাশন - পল্লবিত নৃত্যের তালে তালে মোহন সুরে সঙ্গত করেছে তার বাঁশি ঃ ‘এক- এক বসতের এক-এক রঙ।... ফি - বসতের নতুন - নতুন ওম ।... এক- এক নারী এক-এক বসত ! রঙের পৃথিবী !’ ফলত ভ্রূক্ষেপহীন অর্ণবের সামনে স্রোতস্বিনীর হাউ-হাউ কান্নায় ভরে গেছে তাদের আদি - বসত।

---

[15] Assistant Professor, Dept. of Bengali, Panchakot Mahavidyalaya, Purulia, W.B.

গল্পের আসল নৈশন এ্রাম্প। সুখের কথা, লেখক এ প্রসঙ্গে প্রেম বা অপ্রেম কারও জয়গান করেননি। নির্মাণ করেননি বৈধ-অবৈধের নতুন সংজ্ঞাও । শুধু এক-পতিপত্নীক ভুবনর্কে নতুন করে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছেন। শিরোনামহীন ভূমিকায় তাঁর উক্তি ঃ 'মানুষ বাসা বদল করে সুখী হয়। মানুষ বাসা বদল করে পাপী হয়। ব্যপারা খারাপ-কি-ভালো জানিনে। তবে জ্ঞান- হওয়া-স্পস্তক আমাদের গ্রহরূপ এম্প পুতুল- নাঁ্যমঞ্চে এম্প দুম্প বিষয়ের মঞ্চায়ন হরবকত দেখে আসছি।... প্রেম নাকি অপ্রেম কার জয়গীত গাম্পতে হবে এসব হিসেব না-করেম্প পুতুল নাঁ্যমঞ্চে অভিনীত হওয়া বহুগামিতা বনাম একগামিতার লড়াম্পতে নামিয়ে দিয়েছি একম্প মানুষের মধ্যে সেঁধিয়ে থাকা একাধিক সত্তাকে'। লক্ষণীয়, 'পুতুল' শব্দর্ি আপাত-লঘুতা। অর্থাৎ সিরিয়স বিষয়ের লঘুপক্ষ কিন্তু উজল-রঙিন-শিল্পিত উড়ান। ভাবে-ভাষায়-উপস্থাপনে এম্প মিশ্র আস্বাদ 'বদলি বসতে'র অন্যতম আকর্ষণ।

এ্টি নভলে। সুতরাং বহু শাখায়িত বৃক্ষবিস্তারের স্থৈর্য এখানে নেম্প । কিন্তু এর খরস্রোতা বয়ন-রীতি পাহাড়ী ঝর্নার মতো বাঁকে-বাঁকে াল সামলাতে গিয়ে আরও দু্টি গল্প-সন্তান প্রসব করেছে। গ্রহের পাশে উপগ্রহের মতো। এক্টি অর্ণবের ডায়েরিতে সৃষ্ট আলোক-অপর্ণার কাহিনি ঃ মৃত্যুপথযাত্রী কবি স্বামীকে বাঁচানোর জন্য চাকুরে-স্ত্রীর লড়াম্প, এবং তার সঙ্গে তাল দিয়ে 'কালো নয় হাসিমুখে কবি এক সাদা কাপড় পরছে / শব্দ করবেননা, প্লিজ কবি বাসাবদল করছে।।' এমন চিরকু্ট লিখে স্ত্রীর নাম জপতে জপতে স্বামীর প্রস্থান । দ্বিতীয়্টি অর্ণবের মন-খারাপের সূত্রে গ্রামের বাড়িতে গিয়ে-গিয়ে প্রায়-পাগল পিতার মুখে শোনা বাঘ-হরিণ-শেয়ালের গল্প। বাঘের পিঠে চড়া এম্প ওপর-চালাক শেয়ালের হরিণ-মাংস ভক্ষণ যে কেন অনাচার তার ভিত্তিতে আছে এক প্রাচীন আরণ্যক পুরাণ। তা হল ঃ হরিণ ও শেয়ালের রীতি-ভাঙা প্রেম-বিবাহ এবং ট্র্যাজেডি। অর্ণব- স্রোতস্বিনী দ্বন্দ্বের তীক্ষ্ণ রোদের বিপ্রতীপে আলোক -অপর্ণা যদি হয় শৈশবের সামগান, তাহলে আরণ্যক পুরাণ্টি ওম্প খর রৌদ্রের ভিন্ন রূপ ছমছমে বনজ্যোৎস্না, অর্থাৎ বাস্তবের অন্তর্নিহিত মায়াবাস্তব। লক্ষণীয়, তিন্টি ক্ষেত্রেম্প স্বা্ী লেখকের গদ্যের চেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে চরিত্রগুলির তীক্ষ্ণ সংবেদী সংলাপ। গূঢ়-গাঢ়-টুল-তপ্ত আবেগ-নিরাবেগে মানুষ বা পশু প্রত্টি চরিত্রম্প বাচনিক বাস্তবতায় জীবন্ত।

আমাদের মোহ ও মোহহীনতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে 'বদলি বসত' তাম্প শুধু শিল্পী সোহারাবের নয়, বাংলা উপন্যাসের সা_তিক যে আরশিনগর তার রৌশন মিনারগুলির এক্টি।

বদলি বসত ৫০

করুণা প্রকাশনী ১৮এ, মৈার লেন, কলকাতা - ৭০০০০৯